দৈনিক দুর্নীতির বার্তা
https://dainikdurniti.com
প্রকাশনা: শুক্রবার, ২৪ জুলাই, ২০২৬ | ৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
সংবাদ নেয়া হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ | ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
মূল্য ১২ টাকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য সচিব কামরুজ্জামানের দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকসরকারি চিকিৎসকদের বদলি ও পদোন্নতিতে দিতে হয় ৫ থেকে ২০ লাখ টাকা; বনিবনা না হলে আটকে রাখা হয় ফাইল, ঠিকাদারদের কার্যাদেশ পেতে গুনতে হয় ২ থেকে ৫ শতাংশ হারে কমিশন। নথি অনুমোদন বা দপ্তরের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বণ্টন ইত্যাদি বিষয়েও মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনুমতি বা অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এসব অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক বিধি লঙ্ঘন, চিকিৎসকদের বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম এবং উন্নয়ন প্রকল্পে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো একটি অভিযোগপত্রে এসব অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, উত্থাপিত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হলে স্বাস্থ্য খাতে সংঘটিত অনিয়ম ও প্রশাসনিক দুর্বলতার প্রকৃত চিত্র সবার সামনে উন্মোচন হবে।দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যানকে লেখা এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া হচ্ছে। এতে মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম, জবাবদিহি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগকারীর দাবি। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চিকিৎসকদের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং আর্থিক লেনদেনের একটি অভিযোগ বহুদিন ধরে বিভিন্ন মহলে আলোচিত। চিকিৎসকদের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয় এবং সমঝোতা না হলে সংশ্লিষ্ট নথি দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়। একই সঙ্গে ঠিকাদারি বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রেও কমিশন গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়েছে।অনুসন্ধানে জানা গেছে, সম্প্রতি রাজশাহী মেডিকেল…